ইরান-ইরাক সফর শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে

হাফেজ্জী হুজুরের বিবৃতি

আলহামদুলিল্লাহ, আমি ও আমার সফর সংগীরা ইরান ও ইরাকের আমন্ত্রণ ক্রমে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের জনগনের পক্ষ থেকে মধ্য প্রাচ্য শান্তি মিশনের উদ্বোধনী সফর শেষ করেছি, এবং জাতির কাছে আমার প্রতিশ্রুত দায়িত্বের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন করেছি। পরন্তু বিবাদমান দু'দল মুসলমানের রক্তপাত বন্ধের জন্য সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস চালানোর জিম্মাদারী পালনের মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মূল লক্ষ্যটি অর্জিত হওয়ায় আমি আল্লাহ পাকের অশেষ শোকরিয়া আদায় করছি।

যাত্রার প্রাক্কালে এক বিজ্ঞপ্তিতে আমি জাতির কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, ভ্রাতৃ-প্রতীম ইরান-ইরাকের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমি প্রয়াস চালাবো। এবং কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে উভয় দেশকে সন্ধি স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবো। আর এটাকেই মুসলিম জাহানের ঐক্য ও সম্প্রীতির এক মাত্র ভিত্তি হিসাবে তুলে ধরবো।

আল্লাহর ফজলে আমি আমার বার্ধ্যক্য জনিত নানা-বিধ অসুস্থতা সত্বেও দূর-দূরান্তের দীর্ঘ সফরের অশেষ কষ্ট সহ্য করে আমার অংগীকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছি। এবং ইরান-ইরাক তথা গোটা মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সম্প্রীতির এ দ্বীনী ফর্মূলাটির যথা সম্ভব প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছি। ইরান-ও ইরাক এ মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক কাছাকাছি এসে গেছে. তাছাড়া ইরান-ইরাক সহ গোটা মধ্য প্রাচ্যে আমার মিশনের উদ্দেশ্য প্রচারিত হওয়ায় সেখানকার জনগণের মধ্যে এর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এসব ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক তুলে ধরার জন্য আজকের এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজনে আমাদের আলোচনা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে তা আপ-নারা অত্যান্ত বিশ্বস্ততার সাথে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আপনাদের উপস্থিতির জন্য আমরা আনন্দিত। তাই আপনাদের আন্তরিক মোবারিকবাদ জানাচ্ছি।

বিঘোষিত সফর-সুচীমতে আমি পয়লা ইরান গিয়েছি। মেহেরাবাদ বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যার্থনা জানান আয়াতুল্লাহ খোমেনীর বিশেষ প্রতিনিধি, ইরান মজলিসের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ ও গার্ডিয়ান কাউন্সিলের বিশিষ্ট সদস্য জনাব আয়াতুল্লাহ জান্নাতী। ইরান মজলিসের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ছয় সদস্য বিশিষ্ট গার্ডিয়ান কাউন্সিলের সদর দফতরে তাদেরই পরিচর্যায় আমরা রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে আট দিন অবস্থান করি।

আমার প্রথম বৈঠক গার্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য-বৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আমার দোভাষী ও মুখপাত্র হিসাবে মাওলানা আজিজুল হক সাহেব দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের আলোচনায় যুদ্ধ বন্ধের প্রসঙ্গ তোলা হলে তারা এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তা আলোচনার জন্য আমাদের পরামর্শ দেন। সে মতে প্রথমে আমরা কোম শহরে অবস্থানরত ইরানের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব জনাব আয়াতুল্লা মোন্তা-জেরীর সাথে আলোচনায় বসি। তার বাসভবনে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ-বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক শর্তের পুনরুল্লেখ করেন। এবং সেগুলোর উপর নিজেদের অনড় মনোভাব ব্যক্ত করেন। প্রত্যুত্তরে আমরা এ বক্তব্য পেশ করি যে, এসব [illegible] আপনারা রাজনৈতিক সংস্থা ও ব্যক্তি বর্গের কাছে [illegible] করে থাকেন, কিন্তু আমরা সে ধরণের কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব নই—আমরা আপনাদের [illegible] দ্বীন নিয়ে এসেছি এবং আপনাদের কাছে থেকে মীনা [illegible] কামনা করি। আমাদের এ বক্তব্য তার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিছুক্ষণ মৌনতা অবলম্বনের পর তিনি বললেন, "ইরাক যদি ইসলামী হুকুমত কায়েমের কথা ঘোষণা করে এবং ইরাকী আলেমবৃন্দ ও আপনাদের সমন্বয়ে সেখানে [illegible] ইসলামী হুকুমতের রূপরেখা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় তাহলে ক্ষতিপূরনের দাবীসহ সবকটি রাজনৈতিক শর্ত ছাড়াই আমরা যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত আছি।" তার এ নতুন প্রস্তাব [illegible] আমাদেরই স্বিকৃত প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি মাত্র। তাই আমরা সানন্দে সেটাকে স্বাগত জানাই। ইত্যবসরে মাগরিবের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে আমাদের বৈঠকের পরিসমাপ্তি [illegible] এবং জনাব আয়াতুল্লাহ মুন্তাজেরীর পিড়াপীড়ির ফলে আমাদের তরফ থেকে মাওলানা আজিজুল হক সাহেব মাগরিবের জামাতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন।

পরদিন সংবাদপত্র ও রেডিও টেলিভিশনে এ সংবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র তেহরানে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এবং এ নতুন প্রস্তাব সকলের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পারস্পরিক আলোচনায় মনে হচ্ছিল যেন এ প্রস্তাবকে সবাই স্বাগতম জানাচ্ছে। এরপর [illegible] আমরা ইরানী প্রেসিডেন্ট জনাব আলি খামেনীর সাথে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাফেজ্জী হুজুরের বিবৃতি

সাক্ষাৎ করি। তিনি সেখানকার বিশিষ্ট আলেম এবং তেহরান মসজিদের ইমাম। তার সাথে প্রায় আড়াই ঘণ্টা আলাপ আলোচনায় মুসলিম মিল্লাতের বিভিন্ন সমস্যার উপরে আমাদের ব্যাপক মত বিনিময় হয়। তবে এ সুদীর্ঘ আলোচনায় যুদ্ধ বন্ধের নতুন প্রস্তাবের পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রাধান্য লাভ করে। আলোচনার মাঝখানে মাগরিবের ওয়াক্ত আসায় প্রেসিডেন্ট আমাকে ইমামতির দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন।

পরদিন বেলা দশটায় স্বয়ং আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাথে তার বাস গৃহে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আমাদের আলোচনা অনুষ্টিত হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনায় প্রথমে আমরা যুদ্ধ বন্ধের নতুন শর্তটি তার কাছে পেশ করি। তিনি এ প্রসংগে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সামগ্রিক বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেন। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমাদের মতবিনিময় হয়। অবশেষে তিনি আমাদের এ নতুন প্রস্তাবটি সর্বান্তকরনে সমর্থন করেন। এবং আমাদের মিশনের চুড়ান্ত সাফল্য কামনা করেন।

ইরান সফর শেষে আমরা পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য সৌদি আরবে যাই। সেখানকার বিখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান তওইয়্যাতে ইসলামির পরিচালক ও সৌদি আরবের ধর্মীয় প্রধান আবদুল্লাহ বিন বাজ আমাদের দাওয়াত করেন। এবং হজ্জ সমাপনে তাদের আতিথেয়তা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করেন। আমরা আগে থেকেই হজ্জ সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদী সম্পন্ন করে রাখায় তাদের মেহমান হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। অবশ্য বিদায় কালে তিনি আমার সাথে সক্ষাতের জন্য তাশরিফ আনেন এবং আমাদের যুদ্ধ বন্ধ প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। আমরা তার সারগর্ভ আলোচনায় ও ন্যায় নিষ্টায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি।

হজ্জ সমাপনান্তে আমরা শান্তি মিশনের দ্বিতীয় পর্বে ইরাক সফর করি। ইরাকের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের সেক্রেটারী সদল বলে এসে বাগদাদ বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। ইরাকের সপ্তাহব্যাপি সফর কালে বাগদাদে আমাদের রাষ্টীয় মর্যাদায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হয়।

ইরাকে আমাদের পয়লা বৈঠক তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর সাথে অনুষ্টিত হয়। আমরা তার কাছে আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি এবং ইরাকে আমাদের কর্মসূচী জানতে চাই। তিনি তখন প্রেসিডেন্টের সাথে আমাদের বৈঠকের সময় সূচী অবহিত করেন। ইত্যবসরে আমরা ইরাকের পবিত্র মাজার সমুহ জেয়ারত করি। প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকের প্রাক্কালে আমরা ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য আহুত হই। তার সাথে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করার পর তিনি সেখান থেকেই আমাদের নিয়ে যান প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সাথে আমার আলোচনা প্রায় দেড় ঘণ্টা প্রলম্বিত হয়। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আমার বক্তব্য শোনেন। আমার স্থিরিকৃত বিরোধ নিষ্পত্তির দ্বীনি প্রস্তাবটি প্রেসিডেন্টের কাছে এ ভাবে তুলে ধরি যে, 'ইসলাম এবং কোরান-সুন্নাহর শাসন ব্যবস্থা সূত্রে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে ইরান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাই আপনার দেশে ইসলামী হুকুমতের ঘোষনা দ্বারা অতি সহজেই যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে।' জবাবে তিনি বললেন, 'ইরানের চাপে কোন শাসন ব্যবস্থা কখনো আমি মেনে নেবনা আমরা মুসলমান, আমরা ইসলামকে অস্বীকার করিনা। তার প্রমান আমরা ইরাকের সাধারণ মানুষের কল্যানের জন্যে অনেক কাজ করে যাচ্ছি।' এই বলে তিনি কতগুলো কাজের উদাহরণ পেশ করলেন। আমরা তখন বললাম, যুদ্ধ বন্ধের এ নতুন প্রস্তাবটি আমরাই আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কাছে পেশ করেছি এবং তিনি তা মেনে নিয়েছেন। এখন আপনি মেনে নিলেই সন্ধি হতে পারে। আমরা আপনাদের আল্লাহর রজ্জু ধরে এক হবার আবেদন জানাচ্ছি। তিনি আমাদের এ বক্তব্যের উপর নানা কথার অবতারনা করে শেষ পর্যন্ত কোরান সুন্নাহর আলোকে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারটি মেনে নিলেও কোরান সুন্নাহর শাসন ব্যবস্থা কায়েমে তার দেশে নানা সমস্যা দেখা দেবে বলে উল্লেখ করেন। তাই বিকল্প প্রস্তাব রূপে তিনি তিনটি রাজনৈতিক শর্ত পেশ করেন। এবং এ তিন শর্তে ইরানকে সম্মত করাবার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ জানান। শর্ত ৩টি এই :—(১) ইরান ও ইরাক উভয়ে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করবে এবং একে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। (২) একে অপরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে। (৩) কেউ কারো উপর নিজের শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবে না।

প্রেসিডেন্টের এই ৩ শর্তের জবাবে আমরা তাকে আবার অনুরোধ জানাই যে, ইসলামী হুকুমত দ্বারা সকল মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্যোগ মহান কাজ, এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমরা আপনার সহায়তা ও পরামর্শ কামনা করি। মনে হলো প্রেসিডেন্ট আমাদের এ অনুরোধ-এর জবাব দিতে চাচ্ছিলেন। ঠিক এমনি মুহূর্তে সেখানে আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও উপস্থিত আমাদের মিশন বহির্ভূত আমাদের দেশের জনৈক ব্যক্তি আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ব্যাপারে অত্যন্ত অশ্লীল ও অশোভন উক্তি করার ফলে আমাদের আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। আমরা তখন কঠোর ভাষায় তার উপস্থিতি ও বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাই। প্রেসিডেন্ট তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে আমাদের এখলাস ও ঐকান্তিকতার ভূয়সী প্রশংসা করে ও আমাদের মিশনের সাফল্য কামনা করে বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটান।

আমার শান্তি মিশনের ইতিবৃত্তান্তের এটাই সংক্ষিপ্ত সার। আমি এখনো আশাবাদী। আশাবাদী এ কারণে যে, ইরান জাতিসংঘ, সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, জোট নিরপেক্ষ সংস্থা, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ইত্যাকার দুনিয়ার বহু সংস্থার শান্তি প্রস্তাব একের পর এক প্রত্যাখান করল, সেই ইরান আমাদের দ্বীনি প্রস্তাব মেনে নিয়ে তার অনড় রাজনৈতিক শর্তগুলো প্রত্যাহার করেছে। আশাবাদী এ কারণেও, যে ইরাক তার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে আদৌ কোন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা, সেখানে অন্ততঃ যুদ্ধ বন্ধের ভিত্তি হিসাবে কোরআন সুন্নাকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। আমাদের বলিষ্ঠ আশাবাদ এ কারণেই, যে প্রশ্নে দুনিয়ার বিভিন্ন সংস্থা বছরের পর বছর বৈঠকের পর বৈঠক বসিয়ে যেখানে কিছুমাত্র এগুতে পারেনি, সেখানে আমরা খোদার ফজলে প্রথম বৈঠকেই অন্ততঃ কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছি। তাই আমাদের শান্তি মিশনের প্রয়াস ইনশাল্লাহ অব্যাহত থাকবে। এ প্রেক্ষিতে আমার দেশবাসী এমন কি বিশ্ব মুসলিম এর কাছে আমার আবেদন তারা যেন আমার শান্তি মিশনের সাফল্যের জন্য অতীতের মত এখনো আল্লাহপাকের দরবারে মোনাজাত করতে থাকেন। কারণ আল্লাহতালার মর্জি ছাড়া মানুষের হাজার চেষ্টায়ও একতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

"তিনিই আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্ববাসীগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন।"

(আল-কোরআন)

আমি ইরান ও ইরাকের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের আতিথেয়তা এবং সহৃদয়তার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আমি কায়মনে দোয়া করছি অচিরেই যেন তারা বহিশত্রুর প্রভাব জড়িত সকল বিরোধ বিসম্বাদ থেকে মহান ইসলামের ভিত্তিতে ভাই ভাই একঠাই হতে পারে।

তারিখ ১২ই মহররম ১৪০৩।

মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর)
৩১৪/২ জগন্নাথ সাহা রোড, কিল্লার মোড়,
লালবাগ, ঢাকা—১।